ছাত্রজনতার ওপর সরকারের গণহত্যা এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের প্রতি আমাদের আহ্বান

বাংলাদেশের সরকারি চাকরিতে যে অযৌক্তিক কোটাপ্রথা ছিল, দীর্ঘদিন ধরেই ছাত্রসমাজ এটা সংস্কারের জন্য আন্দোলন করে আসছিলেন। সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটা ছিল। এর মধ্যে ৩০% মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও নাতি-নাতনীদের জন্য, ১০% জেলা কোটা, ১০% নারী কোটা, ৫% উপজাতি কোটা এবং ১% প্রতিবন্ধী কোটা। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের সচেতন শিক্ষার্থীরা প্রথম এ প্রথা সংস্কারের জন্য রাজপথে আন্দোলন সংগঠিত করে। সময়ের পরিক্রমায় ২০১৮ সালে এ দাবি বাংলাদেশের আপামর ছাত্রসমাজের গণদাবিতে রূপ নেয় এবং তুমুল ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটাপ্রথা বাতিল করে দেয়। ছাত্রসমাজের দাবি ছিল কোটাপ্রথা সংস্কারের, কিন্তু ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকারপ্রধান ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে সরাসরি তা বাতিলের ঘোষণা দেন।

যেহেতু বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে, তাই আইনি ফাঁকফোকর কাজে লাগিয়ে আদালতকে ব্যবহার করে সম্প্রতি এ কোটাপ্রথা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের সচেতন ছাত্রসমাজ সরকারের এ চেষ্টার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং সরকারের কাছে পুনরায় কোটাপ্রথার যৌক্তিক সংস্কারের দাবি উত্থাপন করেন। এমনকি মুক্তিযোদ্ধাগণ ও তাঁদের উত্তরসূরিদের অনেকে ছাত্রদের এ আন্দোলনে সমর্থন প্রদান করেন।

প্রথমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ শিক্ষার্থীদের বক্তব্য শোনার কোনোরূপ উদ্যোগ গ্রহণ না করে সরাসরি ছাত্রলীগকে দিয়ে আন্দোলনকারীদের দমনের ঘোষণা দেন। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদেরকে 'রাজাকারের নাতিপুতি' বলে কটুক্তি করলে তা সারা দেশের ছাত্রসমাজকে দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ করে। ন্যায্য অধিকারের দাবিতে রাজপথে থাকা সংক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে 'আমি কে, তুমি কে/ রাজাকার, রাজাকার' স্লোগান তোলেন। পরের দিনই সরকার সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ ও ভাড়াটে লাঠিয়াল বাহিনীকে আন্দোলনকারীদের ওপর লেলিয়ে দিয়ে বলপ্রয়োগে আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করলে আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ দেশের সকল ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি বাহিনী পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও আনসার; সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করে শান্তিপূর্ণ এ আন্দোলনকে সহিংস রূপ দেওয়ার অপচেষ্টা করে। মেধাবী শিক্ষার্থীদের ওপর, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের নারী নিপীড়ক ও টোকাইদের হামলা সাধারণ মানুষকে খুবই ব্যথিত করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা দেশের ক্যাম্পাসগুলো থেকে সরকারের পেটোয়া বাহিনী ছাত্রলীগকে বয়কট করে।

সরকার বলপ্রয়োগ করেও ছাত্র বিক্ষোভ দমন করতে না পেরে গত ১৬ জুলাই দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও মাদরাসা বন্ধ ঘোষণা করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ ক্যাম্পাসগুলোর হলে পুলিশকে লেলিয়ে দিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা চালায় ও জোরপূর্বক ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়। এমনকি মেসগুলো থেকেও প্রশাসন ছাত্রদের বের করে দেয়।

তারপরও আন্দোলন দমন করতে না পেরে সরকারি বাহিনী সাধারণ ছাত্রদের মিছিলে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে গণহত্যা শুরু করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও রাজপথে নেমে আসে এবং ছাত্রদের এ আন্দোলন গত কয়েক দিনে বাংলাদেশে স্মরণকালের বৃহত্তম গণঅভ্যুত্থানের জন্ম দেয়। সড়কপথে আন্দোলনকারীদের দমন করতে না পেরে পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি হেলিকপ্টার থেকে ছাত্রজনতার ওপর গুলি, টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে।

বিশেষত ১৮ জুলাই থেকে সারা দেশের সব ধরনের ইন্টারনেট কানেকশন বন্ধ করে দিয়ে এবং দেশের মিডিয়াগুলোকে জিম্মি করে পুরো পৃথিবীকে অন্ধকারে রেখে সরকার শত শত ছাত্রজনতার ওপর নির্মম গণহত্যা চালিয়েছে। এখনো নিহতের প্রকৃত সংখ্যা বের করা যায়নি। সরকার নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া অন্তত ২১০ জন নিহতের সংবাদ দিচ্ছে, তবে প্রকৃত সংখ্যা এর কয়েকগুণ হবে। হাসপাতালসমূহে এখনো অনেক গুলিবিদ্ধ অজ্ঞাত লাশ পড়ে আছে। অনেক মা-বাবা সন্তানের খোঁজে হাসপাতালগুলোর মর্গে মর্গে মাথা ঠুকে বেড়াচ্ছেন। হাজার হাজার ছাত্রজনতা গুলিবিদ্ধ ও ছুরিকাহত হয়ে অসহ্য বেদনায় কাতরাচ্ছেন। অনেকে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সময় কাটাচ্ছেন। শুরুর দিকে ছাত্রলীগ হাসপাতালগুলোর জরুরি বিভাগেও হামলা করার কারণে আহতদের চিকিৎসাপ্রাপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটেছে। এখন সরকারি লাঠিয়াল বাহিনী হাসপাতাল থেকেও আহত শিক্ষার্থী ও তাদের স্বজনদের গ্রেফতার করছে, হাসপাতাল থেকে বিনা চিকিৎসায় জোরপূর্বক বের করে দিচ্ছে এবং হাসপাতালে থাকা আহত-নিহতের তথ্যসংবলিত দলিলপত্র ছিনিয়ে নিচ্ছে। হাজার হাজার নিরপরাধ ছাত্রজনতাকে গ্রেফতার ও আটক করে নির্মম নির্যাতন করছে। কোটা সংস্কার আন্দোলনের কয়েকজন সমন্বয়ককে গুম করে তাঁদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে। এমনকি আন্দোলনে নিহতদের লাশ দাফন ও জানাজায় বাধা দিচ্ছে। সরকার সকল পদ্ধতি অবলম্বন করেও ব্যর্থ হয়ে ১৯ জুলাই দিবাগত রাতে সারা দেশে কারফিউ জারি করেছে এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে, যা এখনো (২৮ জুলাই) বিরাজমান। দেশের সকল অঞ্চলে এখনো ইন্টারনেট

কানেকশন পুরোপুরি চালু করে দেয়নি। যে সকল এলাকায় সীমিত পরিসরে ইন্টারনেট চালু করেছে, সেখানকার ইন্টারনেট কানেকশন খুবই স্লো করে দিয়েছে।

এ রকম চরমতম নির্মমতায় যেকোনো সভ্য দেশের সরকারপ্রধানই সকল ঘটনার দায় মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করেন। **নিজের পেটোয়া বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটনের দায় মাথায় নিয়ে বাংলাদেশের ডামি প্রধানমন্ত্রীরও পদত্যাগ এবং আদালতে আত্মসমর্পণ করা উচিত।** কিন্তু তিনি (যিনি দেশের নির্বাচনব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়ে টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আছেন) সে সকল সভ্যতার তোয়াক্কা না করে অনবরত আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে নিজের জিঘাংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে যাচ্ছেন। গণহত্যার দায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর চাপিয়ে সারা দেশে গণগ্রেফতার চালাচ্ছেন। আন্দোলনকারীরা গ্রেফতার এড়াতে পরিবার ও নিজ বাড়ি থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচারী আচরণের এ এক নির্মম বহিঃপ্রকাশ।

এরূপ পরিস্থিতিতে শত প্রতিকূলতার মাঝেও ছাত্রসমাজ নিম্নোক্ত ৯ দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন :

১। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ছাত্র হত্যার দায় নিয়ে জাতির কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।

২। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক ছাত্র হত্যার দায় নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক-কে মন্ত্রিপরিষদ এবং দল থেকে পদত্যাগ করতে হবে।

৩। ঢাকাসহ যত জায়গায় শহীদ হয়েছে, সেখানকার ডিআইজি, পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ সুপারদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে।

৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রক্টরদের পদত্যাগ করতে হবে।

৫। যে পুলিশ সদস্যরা শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি করেছে, ছাত্রলীগ-যুবলীগসহ যে সকল সন্ত্রাসীরা শিক্ষার্থীদের ওপর নৃশংস হামলা পরিচালনা করেছে এবং পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে, তাদেরকে আটক করে এবং হত্যা মামলা দায়ের করে দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রেফতার দেখাতে হবে।

৬। দেশব্যাপী যে সকল শিক্ষার্থী ও নাগরিক শহীদ ও আহত হয়েছেন, তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ নামক সন্ত্রাসী সংগঠনসহ সকল দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করে ছাত্রসংসদকে কার্যকর করতে হবে।

৮। অবিলম্বে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হলসমূহ খুলে দিতে হবে।

৯। কোটা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ও প্রশাসনিকভাবে কোনো ধরনের হয়রানি করা হবে না মর্মে নিশ্চয়তা দিতে হবে।

একটি অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' সরাসরি সরকারের পদত্যাগ দাবি না করলেও **বাস্তবতা হচ্ছে– যে সরকার বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছে, দেশের অর্থনীতিকে খাদের কিনারে নিয়ে গেছে এবং দেশে নির্মম স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে, সে সরকারের পদত্যাগ ব্যতীত এ গণহত্যার বিচার হবে না এবং বাংলাদেশের জনগণেরও মুক্তি মিলবে না।**

তাই বিশ্বব্যাপী বসবাসরত বাংলাদেশিদের প্রতি আমাদের আবেদন, বাংলাদেশের বর্তমান অবৈধ স্বৈরাচার সরকারের পদত্যাগ এবং ছাত্রজনতার ওপর চালানো গণহত্যার বিচার দাবিতে আপনারা নিজ নিজ কণ্ঠকে উচ্চকিত করুন এবং জাতীয় মুক্তির প্রয়োজনে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করুন।

Regards

SCB The Student Community of Bangladesh